যায়যায়দিন

তারিখ 28 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

সরকারি সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত

যায়যায়দিন রিপোর্ট

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে একজন করে মোট ৩৬ হাজার ৯৮৮ জন দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ দেয়া হবে। তাদের মাসিক সর্বসাকুল্যে সাত হাজার টাকা বেতন-ভাতা দেয়া হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ করতে বেতন-ভাতা খাতে বছরে ২৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই নিয়োগ তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে।

> প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত জনবল নিয়োগের একটি নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করেছে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত জনবল নিয়োগের একটি নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করেছে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে দেশে ৩৬ হাজার ৯৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে কোনো দপ্তরি নেই। শিক্ষকরাই ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি ঘণ্টা দেয়াসহ সব দাপ্তরিক কাজ করে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে দপ্তরি নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে শিক্ষকদের দাবি পূরণ করা হচ্ছে। একজন করে দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ দিতে বেতন-ভাতা খাতে সরকারের বছরে ২৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। বিদ্যালয়গুলোতে এই নিয়োগ তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১২ হাজার, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২ হাজার এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২ হাজার ৯৮৮ জন দপ্তরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ দেয়া হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দপ্তরি কাম প্রহরী পদে নিয়োগ প্রত্যাশীকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। তবে ক্যাচমেন্ট এলাকার কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রার্থীকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। প্রার্থীর বয়সসীমা সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হবে। প্রার্থীর সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে অষ্টম শ্রেণী পাস। এ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাইকেল চালনায় পারদর্শী, সুঠাম দেহের অধিকারী পুরুষ প্রার্থীদের নির্বাচন করতে হবে। দপ্তরি কাম প্রহরী পদে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি বাছাই ও নিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সভাপতি হবেন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং অন্য দুজন সদস্য হলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।